ISSN NO. 2347-9175

কণিকা

দ্বাদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২৩

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা

কর্ণিকা

(সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী
রেফার্ড ও পিয়াররিভিউড যাণ্মাষিক পত্রিকা)

দ্বাদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২৩

ISSN NO. 2347-9175

পত্রিকা সমিতি

উপদেষ্টামণ্ডলী
ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়
ড. মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ড. সনৎ কুমার নস্কর

রিভিউ কমিটি
ড. সত্যবতী গিরি ড. দেবাশিস মজুমদার ড. শ্রীলা বসু ড. শ্রাবণী বসু

সম্পাদকমণ্ডলী
ড. সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ড. বীরবল সাহা ড. মলয় রক্ষিত
ড. বিশ্বজিৎ পাণ্ডা ড. তুষার পটুয়া

সম্পাদক
পারমিতা

সহ সম্পাদক
কল্যাণ মুখার্জী তুষার দে

সূ | চি | প | ত্র

সমালোচনা-প্রতিসমালোচনা ও তারাশঙ্কর-উপন্যাসের বিকল্প প্রতিমান ● ৭
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

তারাশঙ্করের গল্পে রাঢ়ের ভূমিপ্রকৃতি, গ্রাম, লোকজীবন মানুষ ও সংস্কৃতি ● ১৮
অরূপ কুমার দাস

তারাশঙ্কর গল্পপাঠের নিরিখে কিছু জিজ্ঞাসা ● ৩৫
সারমিন রহমান

চলচ্চিত্রায়িত **তারাশঙ্কর** ● ৪০
পার্থসারথি সরকার

ধাত্রীদেবতা : জীবনবোধের পাঠশালায় সৃষ্টি ও স্রষ্টা ● ৪৭
ড. সুদীপ্ত চৌধুরী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ● ৫৭
বিকাশ চন্দ্র বর্মন

রাধা হয়ে ওঠার বাসনায় দুই নারী ● ৬৬
প্রিয়াঙ্কা রায়

ভালোবেসে মিটল না আশ: প্রসঙ্গে 'কবি' ● ৭৪
দেবী মন্ডল

তারাশঙ্করের হাঁসুলী বাঁকের উপকথা: শব্দ বৈচিত্র্যর এক ভিন্ন রূপ ● ৮৪
নন্দিতা সরকার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা': একটি অঞ্চলকেন্দ্রিক আখ্যান ● ৯১
বিউটি খাতুন

তারাশঙ্করের উপন্যাসে মহাকাব্যের নির্যাস ● ৯৭
পার্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী

‘ধাত্রীদেবতা’ :
জীবনবোধের পাঠশালায় সৃষ্টি ও স্রষ্টা

ড. সুদীপ্ত চৌধুরী

সারসংক্ষেপ: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) রচিত আত্মজৈবনিক উপন্যাস ‘ধাত্রীদেবতা’ একাধারে যেমন বিশ শতকের বাংলার ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন আধার; তেমনই প্রবীণ ও নবীনকালের দ্বন্দ্ব নিহিত সেই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিরও বিশ্বাসযোগ্য ভাষ্য। এর মাঝখানের চিকন/সর্পিল সাঁকোটি বেয়ে শিবনাথের বকলমে স্বয়ং তারাশঙ্করের শৈশব থেকে কৈশোর অতিক্রান্ত যৌবনে পদার্পণের দলিলটি যেন ধরে রেখেছে উপন্যাস। অবশ্য শুধু ঘটনার ঘনঘটা নয়, নয় ব্যক্তিজীবনের দৈনন্দিনতায় আবিল আখ্যান, বরং সময় ও ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে কীভাবে গড়ে ওঠে ব্যক্তির জীবনবোধ এবং সর্বশেষে শুধুমাত্র ওই আপোষহীন জীবনবোধটুকুই হয় আমাদের একমাত্র শিক্ষার সঞ্চয় –এই উপন্যাস, সেই সত্যকে ছুঁয়ে দেখেছে নিপুণভাবে।

সূচকশব্দ: শিবনাথ, পিসিমা, জ্যোতির্ময়ী, রামরতনবাবু, আনন্দমঠ, জীবনবোধ।

স্কুলের মালিকপক্ষের সঙ্গে আদর্শগত মনোমালিন্যের জেরে ইস্তফা দিয়ে চলে যাচ্ছেন রামরতন মাস্টার। গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে সন্ধ্যাবেলা শিবনাথকে বাড়িতে শেষবার পড়াতে এসে ছাত্রের সঙ্গে বিদায়ের ক্ষণে, শিবনাথকে বলা কথাগুলিকেই সে যেন তাঁর সর্বশিক্ষার সার রূপে গ্রহণ করেছিল সারাটি জীবন—আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তিনি বলিলেন, গড ব্লেস ইউ, মাই বয়! ডোন্ট ফরগেট, লাইফ ইজ নট অ্যান এম্পটি ড্রীম।[১]

আমরা জানি এই ‘ধাত্রীদেবতা’ উপন্যাসটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) আত্মজৈবনিক আখ্যান। এই উপন্যাসের শিবনাথের পিতা কৃষ্ণদাস আসলে তাঁর পিতা হরিদাস, শিবনাথের মাতা জ্যোতির্ময়ী আসলে লেখকের মাতা প্রভাবতী দেবী এবং গৌরী আসলে লেখকের স্ত্রী উমাশশী দেবীর আদলে রচিত। একমাত্র নাম পরিবর্তন করেননি পিসিমা শৈলজা দেবীর। এইভাবে কিশোর-যৌবনের তাঁরই নিজস্ব পরিবার, প্রতিবেশের আদলে রচিত এই উপন্যাস আসলে তাঁর জীবনবোধেরও পরিচায়ক। আর সেই বিশেষ জীবনবোধ সৃষ্টিকালীন সময়ের নানান ব্যক্তি, ঘটনা আর অভিজ্ঞতার নিরিখটিকেই লেখক